কাল অতিমারীঃ কবিতা

রঞ্জন মৈত্র

লকডাউন

ভাবো দেশ দোতলা ছ'তলা
কার্নিশ বেয়ে উঠছে পাতা লতা নোয়াপাড়া থানা
সমান দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডাল চাল
কলড্রপ কলের সময়ে
জলের সময়ে মাস্ক
স্যানিটাইজার মাখা সূর্য তালা খোলে
বেরোচ্ছে দেশ মনে করো
হাত পাতছে চালডালের কাছে
পুলিশের কাছেও
উদয় অস্ত পরায়া কার্নিশ
ভালবাসার ড্রপলেটসগুলি মাস্কে শুকায়
আনলিমিটেড মোছা কলতলা
শুনশান মেসেজ সরণী
টুপটাপ রঙ পড়ছে
যেন সন্ধ্যা
কিম্বা এক হবো হবো ভোর

সৎকার, রিভিজিটেড

(উৎসর্গঃ বারীন ঘোষাল)

মরা অণু শুয়ে আছে
অজানিত তক্তপোষ আনদেখি চুল্লি ও গ্যানজেস
বিজ্ঞান ভবনটি ওই গণমথিত
দেখা ও দীর্ঘশ্বাস অনুরোম বিরোম
অল্প ফাঁক হয়ে আছে শব্দজোড়
মৃদু চাওয়া হয়ে চাহনি চাউনি
ডাকতে ডাকতে যান এসে যায়
মেরিজান চলে যায় ভবন পেরিয়ে
শুয়ে ছিল অণুদের খুব বন্ধু অণু
মনচাহা গীতমালা প্রত্ন লিরিক
সৎকার শব্দটি দাও
মুখাগ্নি দাও আজ মায়াবী হাসিস

জোড় বিজোড়

এবং কেটে যায়
বাজতে বাজতে মিলিয়ে বিসর্জন
আমার যা সব ভাসা
যেসব খড় অক্ষর
মাটি লিখলে প্রতিমা পর্যন্ত সরললেখা হবে
ভাজক হবে লাখবিন্দুর পাড়া
হাই মাস্ট আলোর নিচে কখনও ফেটে পড়ো
জোড়ের সত্যিটুকু বলো খণ্ডে
জলে ভাসা দীঘল তাকানো পার ক'রে
বাজতে বাজতে মিলিয়ে যায় একটি এবং
চিহ্নহীন সে-ও, আমার তো নয়

ভূখিয়াপোখরি

ব'সে থাকা ব'সে থাকাই
আলোগড়া পথের ঝাপসা কোণ
ছলকে ওঠা জলে একটি লিপ
চার বছর পরে একটি
লিপ লক সিনেমাভ চুমু
ব'সে থাকা ব'সে থাকাই
কালো কোণে গোটানো চাটাই ও ঋতু
ধুমধাম আলো শুনশান আলো
সহ্য করব না আলোর বাচ্চা ভাগীদার
মা তুলছে মাকেও তুলছে দুরন্ত উনুন
মুখ ফাঁক হয়ে যায়
তালা ভেঙে যাচ্ছে ঠোঁটে
ঝপঝপ ভাত পড়ুক
গলা পর্যন্ত খোলা ড্রেন উপচাক এই বর্ষায়
দাঁড়ানো তো উঠে দাঁড়ানোই
তারপর খিস্তি করব ঋতুভরা ক্যালেণ্ডারকে

মিড ডে দিল

কড়াইয়ে তাতানো ইস্কুল
ধোঁয়ায় ছড়ানো গরম শাহী
স্রেফ মেলাবার জন্য নির্বাহী শব্দটি
একেকটি মাঠ সূর্য ও উদোম অন্ধকার
অক্ষরে পা রেখে মিড ডে পেরিয়ে
ভাজা তাজা দরজা ও ব্ল্যাকবোর্ড
এতক্ষণে মনে পড়ল খেলাবার শব্দটি
কে যেন পেনাল্টির মুখে সটান স্থির
যেন কে মাস করছে জাম্বল্ড তারিখ সাজিয়ে
কমিউনিকেট করছে ওফ মাস
ধুঁয়াধার দাদা দিদি মণিরত্নম
শীতের শংসাপত্র বসন্তের অ্যানুয়াল
বাসতে চাই বাসতে চাই
হাত ধরো ওগো মোর প্রাইভেট টিউটর

রক্ত আর ব্যালকনি

বেজে যায় যতক্ষণ
আঁচড়টি ম্যান্ডোলীন
ভালবাসা ভিতরকণিকা
বেয়ে আসছো চেয়ে আসছো
জলে একটা মহানদী
যুদ্ধে কোন অ্যান্টিক দামামা
রক্ত আর ব্যালকনি ঝরে একসাথে
ধুলো মিসাইলের থাপ্পড়ে
তাহলে হাত ছিল ধরে ফেলার
ক্লিকপ্রিয় ঝাঁকুনিগুলো আলোয় লুকিয়ে
দাঁড়ি ও পাল্লার ফাঁকে সবজিসরণী
হাঁটছো শুনছো চুমু খাচ্ছো বাংকারে
রঙ দিচ্ছো হাড় ক্যানো মাংস ভলক্যানো
যতক্ষণ এ সফর শান্ত স্কেচপেন

ভোট, ভালবেসে দিন

জানলা বন্ধ
বিরোধী কাচের গায়ে শাসক ছায়া
মাস্কের ভিতরে শ্বাস এবং জন মন
আকাশে গণ নেই আমার
হাত জুড়ে ঘন স্যানিটাইজার
আজ বাদলা আজ পড়ে যাচ্ছে
খাল দীঘি নদী উপচে
ভোট চলে যাচ্ছে সংবিধানের দিকে
ও' মাঝি রে
তিন অক্ষরের জানলা জুড়ে বেবাক বর্ণমালা
ধ্বনির নাম বৈঠা শ্বাসের সন্তর
স্রোতে ঝরোখা ঢেউয়ে আশিকি
ও' মাঝি রে, যাইও পিয়া কি দেশ

সামাজিক দূরত্ব

এরপর একা হয়ে যাবে পর্দা
সিটেদের কোন সমাজ নেই
হাতে হাত ছুঁয়ে গেলে ছোট ছোট শট
আর ফেড হয়ে যাওয়া
কথা গান যুদ্ধ শান্তি নির্বিকার ঘড়ি
এইখানে পর্দার আলোয় কিছু অপ্রাকৃত মুখ
আলোর পর্দায় ছুটন্ত গাড়ি কিম্বা জল
খুন করতে ফুল দিতে কারা কারা ঢুকে পড়ছে
আর ভায়োলিন ফেলে রেখে
স্টোরিলাইন ফেলে রেখে
এই তো বাড়ির দিকে চলছি চললাম
উলটো স্রোতে টের পাই না চাকাটিকে
ফোকাসের লেন্সময় আকাশ
কোথায় লং কখন ক্লোজ
ক্যামেরা উঠে পড়ছে ক্রেনে
গান হচ্ছে কোথাও
লিপ দেওয়া নাকি ঠোঁট মেলানো
মেলানো না দেওয়া এই দ্বিধায় দাঁড়িয়ে ভাবি
মাস্কের ভিতর থেকে পেয়ার হুয়ার কথা
কিভাবে কবিতা হয়ে যায়

বৃষ্টি হোক

সেলফোনে বৃষ্টি ঝরো
সেলকোণে শহীদ গাথা
কম্বলের বোল
বউল যা আমের
আম যা জনতার
মঞ্চের পাশে দ্যাখা ঘন হ'ল
ছড়াচ্ছে আর ধ্বনি দিচ্ছে
বৃষ্টি হোক বৃষ্টি হোক
ভুলছি না ভুলব না
গুগলে দিন যায়
ফাঁসির প্রতিশব্দ চাই
শব্দের যথেষ্ট আমরণ
যথাসাধ্য ভাষা আজ মৌ বনে
দু' চারটি সন্ধ্যাও , ঝরো

কিচেনরেখায়

জলডুবির কাছে ব'সে থাকা হাত
নবান্ন করছে হেমন্ত ছাড়াই
ভাসতে ভাসতে যে পতাকা
চলে যায় মাংসের দিকে
ঘুরে ফিরে চ্ছলাৎ সরণী
আর কই বোবা নীলিমার অঙ্গনওয়াড়ি
গোলবাড়ি চৌকো বাংলো তিনকোণা তেরিয়া কাফে
এই ধুলো ওই কঙ্কর টিটবিট আর
তোমার ফাঁকে একটি সংবাদপত্র থাকুক
পাতালি থাকুক নিক্কনে মেগাপিক্সেলে
ভোজবনে ক্ষুধানো হাওয়ায়
শব্দ রাঁধো খড় টালি পোখরি সমেত

রঞ্জন মৈত্রর লেখালিখি ১৯৭০ দশের প্রথমার্ধে শুরু হয়। জন্ম হাওড়ায়। বেড়ে ওঠা বেশিটাই বাকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে। অকালপ্রয়াত অগ্রজ এবং বন্ধুদের সঙ্গে মিলে 'মুহূর্ত' নামের পত্রিকা। হাংরি কবি সুবো আচার্য এবং বারীন-কমল দুই কৌরব-এর স্নেহ উৎসাহ দান। তারপর হারিয়ে গেল বিষ্ণুপুর এবং কবিতা। তারপর ১৯৮০র দশকের মাঝামাঝি প্রয়াত শ্রদ্ধেয় কবি উত্তর বসু এবং অকালপ্রয়াত কবিবন্ধু বিদ্যুৎ সেনগুপ্তর প্ররোচনায় আবার কবিতায় ফেরা। ওদেরই সাথে 'ঋকবৈদিক' পত্রিকায় সহযোগী। তারপর বেশ কিছুকাল 'কবিতা ক্যাম্পাস' পত্রিকার সম্পাদনা। এবং তার পর "নতুন কবিতা" পত্রিকার সম্পাদনা। সাতটি কাব্যগ্রন্থ এবং একটি নির্বাচিত কবিতা সংকলন। উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে *সুবর্ণরেখা রানওয়ে* (কৌরব, ১৯৯৩), সেভেন বেলোর বাড়ি (কবিতা ক্যাম্পাস, ১৯৯৭), আলোতোয়া অডিওমঞ্জরী (নতুন কবিতা, ২০০৮), কলোকাল ট্রেন (কৌরব, ২০০৮), রঞ্জনরশ্মি (কৌরব, ২০১১) ইত্যাদি। অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারী।